দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 APR 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

৮

৮৭

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভুল স্বীকারে এত দ্বিধা কেন ?

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৮ সনের এস এস সি পরীক্ষার গণিত (আবশ্যিক) প্রশ্নের ৯ (ঙ) নং অংকটি ভুল ছিল এবং তা সমাধা করা দুনিয়ার কোন অংকবিদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি ছিল পাঠ্য বইয়ের বীজ-গণিত অংকের অনুশীলনী ১০-এর ২৬ নং অংক। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি ব্যক্তিগতভাবে বোর্ডের পত্র এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে অংকটির ভুলের কারণ এবং সংশোধনের সঠিক পন্থা সবিস্তারে বিশ্লেষণ করলেও তারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে অংকটির অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদের ভুলের বোঝা আরও ভারী করেন। তখন সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপকও আমার সঙ্গে প্রতিবাদে শরিক হন। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ একটি চরম সত্যকে উপেক্ষা করে উক্ত ভুল অংকটিকে সঠিক বলে চালিয়ে দিয়ে ফলাফল পর্যন্ত প্রকাশ করলেন। আমি অংকটির যথার্থতার জন্য যে দুইটি কারণ উল্লেখ করেছিলাম, ঠিক সে দুটি কারণ উল্লেখ করে বইটির ১৯৮৯ সনের নূতন সংস্করণে অংকটিকে ২৬ (ক) ও ২৬ (খ) নামে সংশোধন করে ছাপা হয়েছে। আশা করি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দয়া করে নূতন বইটি একটু খুলে দেখবেন।

--মোঃ তাজউদ্দীন মিয়া,
এমএ, ডিপ-ইন-এড এল,এলবি,
এডভোকেট,ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ
বার এসোসিয়েশন।

পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক

১৯৮৭ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের উত্তরপত্র পরীক্ষা করেছিলাম। সে আজ অনেকদিন আগের কথা। দুঃখের বিষয় সে পরীক্ষার পারিশ্রমিক বিল আমরা এখনও পাইনি। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে যে দেনদরবার করা হয়নি তা নয়। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের বিল পেতেও ভয়ানক দেরী হয়। বিগত ২২-১২-১৯৮৮ তারিখ ১৯৮৮ সালের বিএ পরীক্ষার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের উত্তরপত্র পরীক্ষকদের মধ্যে বিতরণের সংগে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাহেব এ বিষয় অনুসন্ধান করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। তার ৩।৪ মাস পরেও সে বিল আমরা পাইনি। বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট লেগেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই ? জট লেগেছে সর্বত্র। কয়েক বছর পূর্বেও যেখানে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তিন মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ এবং ফলাফল প্রকাশের দু'মাসের মধ্যে পারিশ্রমিক বিল প্রদান করা হত এখন কি কারণে তাতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লেগে যায় তা বোধগম্য নয়। এ জট থেকে কি মুক্তির কোন উপায় নেই ?

--জনৈক অধ্যাপক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট প্রসঙ্গে

আমার পোষ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "বন্য প্রাণী তত্ত্ব" শাখার শেষ পর্ব এম,এসসি'র ছাত্র (শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৫)। বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ছুটি সত্ত্বেও জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুষদের অন্যান্য বিভাগে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বা চলছে, কিন্তু তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ এখনো নির্ধারণ হয়নি। অন্য বিভাগগুলি যেখানে পরীক্ষা নিতে সক্ষম হয়েছে সেখানে এ বিভাগের এ দুরবস্থা কেন ? অন্য বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় তাদের যে বাড়তি সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে তার ফল ভোগ করছি অভিভাবকরাই। এই বিভাগের এই অবস্থার দরুন গত বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও তারা মৌখিক পরীক্ষা দিতে পারেনি। তাই কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, সেশন জট কাটানোর কথা মুখে না বলে কাজে প্রমাণ করুন। আশা করি মাননীয় উপাচার্য ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

জনৈক অভিভাবক।